বাপন

ইষ্টার সংখ্যা ২০২০ খ্রীষ্টাব্দ

evsjv‡`k evB‡ej †mvmvBwU
390 wbD B¯‹vUb †ivW, XvKv-1000

বাপন

ইস্টার সংখ্যা ২০২০ খ্রীঃ

বর্ষ ২৮, সংখ্যা ৫৫

প্রকাশনায় :

প্রোগ্রাম ও মিডিয়া উপকমিটি:

মি. মিলন পাটোয়ারী- কনভেনর
মিসেস দীপিকা সমদ্দার- সদস্য
রেভাঃ অমৃত অধিকারী ডন- সদস্য
মি. কল্লোল চৌধুরী- সদস্য
মি. পল পলাশ বৈদ্য- সদস্য
ব্যারিস্টার উপমা বিশ্বাস- সদস্য
মি. সৈকত অধিকারী- সদস্য
মি. সানি মল্লিক- সদস্য
মি. সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর- মিডিয়া সেক্রেটারী

সাধারণ সম্পাদক

রেভাঃ লিটন মৃং

মিডিয়া ও ফান্ডরেইজিং সেক্রেটারী

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর

বিপণন ও রিসোর্স মবিলাইজিং সেক্রেটারী

এ্যান্টনী সরদার

অর্থ সচিব

চার্লস নিউটন মুন্সী

প্রশাসন ও প্রডাকশন সেক্রেটারী

এন্ড্রু ফলিয়া

অনুবাদ অফিসার

এডলিনা রত্ন

বিপণন ম্যানেজার

জেমস্ এফ, বিশ্বাস
শুভ্র ফলিয়া

বর্ণ বিন্যাস

দীপংকর রেমা
মেরী সুমিষ্ঠা সাংমা

প্রচ্ছদ

তপন সরকার

মুদ্রণে

ডট প্রিন্টার্স
০১৮১৯-২৭১৮৮১

শুধুমাত্র সীমিত
বিতরণের জন্য

সম্পাদকীয়

বাপন এর সকল পাঠকদের ইষ্টার এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাই।

মানবজাতিকে পাপ থেকে মুক্ত করে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সাথে মহা মিলনের সেতুবন্ধন তৈরী করতে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। তিনি নিষ্পাপ হয়েও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অপমান, লাঞ্ছনা ও ক্রুশীয় যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কালভেরী ক্রুশে প্রাণত্যাগ করেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে সব শেষ হয়ে যায়নি। বরং তিন দিন পর তাঁর পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে জগতের পরিত্রাণ কার্যের আরম্ভ হয়। এ পৃথিবীতে আর কোন নাম নেই যে নামের মধ্য দিয়ে মানুষ পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে এবং ঈশ্বরের নৈকট্য লাভ করতে পারে।

তাইতো গীতিকারের সাথে সুর মিলিয়ে আমরাও গেয়ে উঠি–"আর কোন নাম নাই, যে নামে জীবন পাই, আত্মার দানে হয় ভরপুর, সেই যীশু নাম বড় সুমধুর, আত্মার দানে হয় ভরপুর।"

যীশুর সেই আহ্বানে সাড়া দিতে আমরা কি প্রস্তুত রয়েছি? আমরা কি জগতের মায়া বন্ধন ত্যাগ করতে ভীত নাকি জাগতিকতায় মত্ত ? এ বিষয়ে যীশু নিজেই তাঁর অনুসারীদের আশ্বস্ত করেছেন। যীশু বলেন, "কোমরে কাপড় জড়িয়ে এবং তোমাদের বাতি জ্বালিয়ে নিয়ে প্রস্তুত থাক। তোমরা এমন লোকদের মত হও যারা তাদের মনিবের জন্য অপেক্ষা করে থাকে, যেন তিনি বিয়ের ভোজ থেকে ফিরে এসে দরজায় ঘা দিলেই তারা দরজা খুলে দিতে পারে। মনিব যে দাসদের জেগে থাকতে দেখবেন, তারাই ধন্য। আমি তোমাদের সত্যি বলছি, সেই মনিব কোমরে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে তাদের বসাবেন এবং এসে নিজেই তাদের খাওয়াবেন। ধন্য সেই সব দাস, যাদের তিনি এসে জেগে থাকতে দেখবেন, তা মাঝ রাতে হোক বা শেষ রাতে হোক" (লূক ১২:৩৫–৩৮ পদ)।

যীশুর পুনরুত্থান দিনটি স্মরনের মধ্য দিয়ে আমরা সান্ত্বনা পাই, স্বস্তি খুঁজে পাই যে আমাদের জীবনে প্রত্যাশা পূরনের চূড়ান্ত আশ্রয়স্থল হিসাবে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট। তিনি ধনী দরিদ্র, সুস্থ পীড়িত, জাতি ও বর্ন নির্বিশেষে সকলকেই তো মুক্ত আহ্বান জানিয়ে বলেন, "হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত লোক সকল তোমরা আমার কাছে এস, আমি তোমাদের বিশ্রাম দিব" (মথি ১১: ২৮ পদ)।

২০২০ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিক্ষনে পৃথিবীর এ চরম ক্রান্তিলগ্নে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমরা অশ্বস্ত হতে পারি যে যীশু জগতের পাপ কালিমা, রোগ ব্যাধি দূর করে এ জগতকে ত্রান করতে সমর্থ। তাই আমরা যেন বিশ্বাসে স্থির থাকার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরাত্মাকে জ্বালিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকি।

সুব্রত রিচমন্ড জয়ধর
সম্পাদক, বাপন

যোগাযোগের ঠিকানা

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

৩৯০, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩১৪৪৫৯, ৯৩৩২৭২৬
ই-মেইল: info@biblesociety.org.bd
ওয়েবসাইট: www.biblesociety.org.bd

সভাপতির শুভেচ্ছা বাণী

খ্রীষ্টেতে প্রিয় ভাইবোনেরা,

সকলকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরবময় পুনরুত্থানের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি।

অতি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে দুঃখ প্রকাশ করছি 'নভেল করোনা ভাইরাস' এর আক্রমনে বিশ্বব্যাপী মানব জাতির অসংখ্য প্রাণ ঝরে যাওয়ার জন্য। বাংলাদেশের মত দরিদ্র একটি দেশে এ ধরণের অচেনা রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার করা একটি বিশাল চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। তথাপি মহান ঈশ্বরের করুণায় এবং বাংলাদেশ সরকারসহ সকলের সামগ্রিক প্রচেষ্টায় এ দুর্যোগ কাটিয়ে উঠা সম্ভব। ইতিমধ্যে যাঁরা তাদের আত্মীয় স্বজন হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই। সাথে সাথে আমরা মহান ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি আমরা যারা এখনও বেঁচে রয়েছি। প্রেরিত পৌল তাঁর পত্রে বলেছেন," তিনি আমাকে বলিয়াছেন, আমার অনুগ্রহ তোমার পক্ষে যথেষ্ট; কেননা আমার শক্তি দুর্বলতায় সিদ্ধি পায়। অতএব আমি বরং অতিশয় আনন্দের সহিত নানা দুর্বলতায় শ্লাঘা করিব, যেন খ্রীষ্টের শক্তি আমার উপরে অবস্থিতি করে"(২ করি ১২:৯পদ)।

প্রিয় খ্রীষ্টভক্তগণ,

আমাদের এ কঠিনতম বাস্তব পরিস্থিতিকে মেনে নিতে হবে। যদিও এ ভার বহন করা আমাদের জন্য কষ্টসাধ্য। আপনাদের এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত করতে চাই প্রেরিত পৌলের একটি উদ্ধৃতি দিয়ে। তিনি ইব্রীয়দের কাছে তাঁর পত্রে লিখেছেন, "অতএব আইস, আমরা সাহস পূর্বক অনুগ্রহ সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হই, যেন দয়া লাভ করি, এবং সময়ের উপযোগী উপকারার্থে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হই" (ইব্রীয় ৪:১৬পদ)।

বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে চার্চে কিম্বা ঘরোয়া পরিবেশে ইন্টারনেটের সহায়তায় অনেকেই উপাসনা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন যা বিশ্বাসী বর্গের কাছে সময়োপযুগী উপাসনা পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ ও ঈশ্বরের আশির্বাদ লাভের সুযোগ লাভ করছে। প্রভু যীশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পালনের ভিতর দিয়ে প্রিয়জন হারানোর দুঃখ ও পুনরুত্থানের আনন্দ এ নিয়েই আমাদের বাস্তব জীবন যাপন। আমাদের এ বাস্তবতার প্রেক্ষিতে প্রেরিত পৌলের মতো আসুন সকলে বলে উঠি-"ধন্য আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর ও পিতা; তিনি করুণা-সমষ্টির পিতা এবং সমস্ত সান্ত্বনার ঈশ্বর; তিনি আমাদের সমস্ত ক্লেশের মধ্যে আমাদিগকে সান্ত্বনা করেন, যেন আমরা নিজে ঈশ্বর দত্ত যে সান্ত্বনায় সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হই, সেই সান্ত্বনার দ্বারা সমস্ত ক্লেশের পাত্রদিগকে সান্ত্বনা দিতে পারি" (২ করি ১:৩-৪পদ)।

প্রভু যীশুর শান্তি ও সান্ত্বনা আপনাদের পরিবারবর্গের জন্য আগামী দিনের পথ চলার শক্তি ও প্রেরণা জোগাক এই কামনায়-

খ্রীষ্টেতে আপনাদের সেবক,

+ বিশপ ফিলিপ পি. অধিকারী

চেয়ারম্যান

বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

সাধারণ সম্পাদকের শুভেচ্ছা বাণী

সুধী পাঠক মণ্ডলী,

প্রারম্ভে বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটির পরিবারের পক্ষ থেকে সকলকে পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টের নামে খ্রীষ্টিয় শুভেচ্ছা জানাই। ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাই স্বনামধন্য লেখকদের যারা সময় ও মেধা দিয়ে বাপন পুনরুত্থান সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন।

মৃত্যু তোমার জয় কোথায়? মৃত্যু তোমার হুল কোথায়? প্রভু যীশু তিনি সত্যি সত্যিই পুনরুত্থিত হয়েছেন এবং সকল পাপী মানবের জন্যে মুক্তির পথ খুলে দিলেন। সকল ধরনের মুক্তি সর্ব স্তরের মানুষের জন্যে উন্মুক্ত।

আমরা আশাবাদী, এবারের বাপন পুনরুত্থান সংখ্যা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বনামধন্য দেশী বিদেশী লেখকদের লেখা ছাপিয়ে সমৃদ্ধ হচ্ছে। বাপন পঠনে অনেক তথ্য ও তত্ত্ব পাওয়া যাবে সেটি আমরা সংরক্ষণে ও নিজস্ব ব্যবহারের ক্ষেত্রে খুবই সময়োপযোগী হবে বলে আমি বিশ্বাস রাখি।

বাপন প্রকাশনার মাধ্যমে প্রতিটি সংখ্যা একটি প্রামাণ্য দলিল হিসাবে সংরক্ষিত হচ্ছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রতিটি সংখ্যায় কার্যক্রমসমূহের চিত্রগুলো তুলে ধরা হচ্ছে। কার্যক্রমসমূহের সফলতার বর্ণনা আমাদেরকে উৎসাহিত করে।

ধন্য হোক প্রভু যীশুর নাম! ধন্য হোক লেখকের লেখা! ধন্য হোক পাঠকবর্গের জীবন। বাপনের সার্বিক মঙ্গল ও উন্নতি কামনা করছি।

রেভাঃ লিটন স্রং
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি

বর্তমান সময়ের উপলব্ধি ঃ মৃত্যুঞ্জয় ও আমাদের প্রত্যাশা

॥ রেভাঃ অ্যালভিন ভক্ত ॥

ভূমিকা ঃ

বর্তমান সময়ে মানুষের জীবনকে সবচাইতে বেশী যে বিষয়টি ভাবিয়ে তুলছে তাহল "মৃত্যু"। করোনা ভাইরাসের কারণে মৃত্যুর আতঙ্ক সারা পৃথিবীকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আমেরিকাসহ কয়েকটি দেশ ইতিমধ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেছে। ব্যবসা বানিজ্য, স্কুল কলেজ সব বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। মানুষের পথ চলার জন্য সব ধরনের যান বাহন থাকা সত্বেও যেন মানুষ গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে।

পৃথিবী ও মানুষের উপরে মৃত্যু নায়কের সুদৃঢ় বাধন। মৃত্যুর কর্তৃত্ব যেন সবকিছুর উপরে। প্রকাশিত বাক্য ৬ঃ৮পদে লেখা আছে, "শেষকালে পাণ্ডুবর্ণ এক ঘোড়া আসবে তার উপরে বসা আরোহীর নাম "মৃত্যু" পৃথিবীর এক চতুর্থাংশ মানুষ হত্যা করার ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে।

চারিদিকে আজ পাণ্ডুবর্ণ অশ্বের আরোহীর সংকেত। যুদ্ধ, বন্যা, মহামারী, দুর্ঘটনা, গুপ্তহত্যা, ভ্রুন হত্যা, ভূমিকম্প, পরিবেশ দূষণ ও বিভিন্ন ধরণের অসুস্থতার কারণে এ মৃত্যু ঘটছে। মৃত্যু যেন তার উল্লাস দিবস পালন করছে।

মৃত্যু আসলে কি?

মৃত্যু জীবনকে নিষ্প্রাণ করে, উষ্ণতাকে হীম শীতল করে দেয়। মৃত্যুর শীতলতা তুষারের মত ঠাণ্ডা। মৃত্যু ভয়ানক ও ভীতিপ্রদ। মৃত্যু সবচাইতে বাস্তব ও নির্দয়। মানুষের একান্ত আদরের ধনকে কেড়ে নেয়। মৃত্যু হল এমন এক শক্তি, যার কাছে ক্ষুদ্র কি মহান সবাইকেই সমর্পিত হতে হবে। সবার জন্য দিন নির্ধারিত- কেউ আজ, কেউ কাল। মৃত্যু এক স্বেচ্ছাচারী শাসক যাকে কোটি কোটি মানুষ মানে এবং তার ভয়ে ভীত!

দৈহিক ও আত্মীক মৃত্যু ঃ

দু'ধরণের মৃত্যু আছে। আমাদের কোন মৃত্যুটিকে ভয় পাওয়া উচিত? এ জগতে দৈহিক মৃত্যু সবারই ঘটবে কিন্তু আত্মিক মৃত্যু সবার ঘটবে না। এ সমন্ধে যীশু স্পষ্টভাবে বলেছেন, "আর যাহারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাহাদিগকে ভয় করিও না ; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করিতে পারেন, বরং তাঁহাকেই ভয় কর" (মথি ১০ঃ ২৮পদ)।

ফ্রান্সের প্রখ্যাত দার্শনিক ভল্টায়ার তার জীবনকালে ঘোষণা করেছিলেন,'ঈশ্বর নেই, অনন্তকাল নেই, শেষ বিচার বলে কিছু নেই। কিন্তু যখন তার চোখ বন্ধ হতে লাগলো, তিনি মৃত্যু ভয়ে শিহরিত হলেন। সেটি নিষ্ঠুর হয়ে তার সামনে উপস্থিত হল। আর ভল্টায়ার তখন চীৎকার করে বললেন, 'আমি ঈশ্বর ও মানুষ কর্তৃক পরিত্যাক্ত'। তিনি ডাক্তারকে বললেন,'ডাক্তার আপনি যদি আমাকে আর ছয়মাস বাঁচিয়ে রাখেন, আমি আমার সব সম্পত্তি আপনাকে দিয়ে দিব'। ডাক্তার তাকে অসহায়ভাবে বলেছিলেন,' ছয়দিনও আমি আপনাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারব না। তখন ভল্টায়ার চীৎকার করে বলেছিলেন, 'তাহলে আমি নরকে যাচ্ছি'।

ষ্ট্যালিন যিনি আর এক অত্যাচারী শাসক, তার মৃত্যুর বিষয়ে তার মেয়ে লিখেছেন,"আমার বাবা এক অস্বস্তিকর যাতনাময় মৃত্যুভোগ করলেন। আমাদের চোখের সামনে ভয়াবহ মৃত্যু তার শ্বাসরোধ করল। অন্তিম মুহূর্তে যখন তিনি চোখ মেললেন, তার সে দৃষ্টিতে ছিল মৃত্যুর বিভিষীকা, উন্মত্ততা, ক্রোধ ও মৃত্যুভয়। এরপর তিনি তার দু'হাত উপরে উঠালেন নির্দেশ দিলেন যেন তার উপরে অভিশাপ নেমে আসে।

আত্মার মৃত্যু হল দ্বিতীয় মৃত্যু ঃ

দৈহিকভাবে সবাইকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু যারা বিশ্বাসী, অর্থাৎ যীশুকে তাদের ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেছে, তাদের আর আত্মার মৃত্যু ঘটবে না। কিন্তু যাঁরা যীশুকে ত্রাণকর্তা বলে বিশ্বাস ও গ্রহণ করেনি, তাদের শারীরিক মৃত্যু ঘটবে- আবার আত্মার মৃত্যুও ঘচবে। বাইবেলে আত্মার এ মৃত্যুকে বলা হয়েছে দ্বিতীয় মৃত্যু। সাধু যোহন প্রকাশিতবাক্য গ্রন্থে এ বিষয়ে বলেছেন," আর আমি দেখিলাম ক্ষুদ্র ও মহান সমস্ত মৃত লোক সেই সিংহাসনের সামনে দাঁড়াইয়া আছে। পরে কয়েকখান পুস্তক খোলা গেল" এবং আর একখানি পুস্তক অর্থাৎ জীবনপুস্তক খোলা গেল এবং মৃতেরা পুস্তকসমূহে লিখিত প্রমাণে "আপন আপন কার্যানুসারে" বিচারিত হইল। আর সমূদ্র আপনার মধ্যবর্তী মৃতগণকে সমর্পণ করিল এবং মৃত্যু ও পাতাল আপনাদের মধ্যবর্তী মৃতগণকে সমর্পন করিল এবং তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন কার্যানুসারে বিচারিত হইল। পরে, মৃত্যু ও পাতাল অগ্নিহ্রদে নিক্ষিপ্ত হইল; তাহাই, অর্থাৎ সেই অগ্নিহ্রদ, দ্বিতীয় মৃত্যু (প্রকা ২০ঃ১২-১৪)।

বিচার ও শাস্তি ঃ

ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে তার দাতব্য পুরস্বার বা ফল দেন। যে যেমন পাপ কাজ করবে, সে তেমনি ফল পাবে। প্রকাশিত বাক্য ১৬ঃ৫-৭ পদে যোহন তাঁর দর্শনে লিখেছেন," হে সাধু, তুমি আছ ও তুমি ছিলে। তুমি ন্যায়পরায়ন, কারণ এরূপ বিচারাজ্ঞা করিয়াছ। কেননা উহারা পরিত্রাণের ও ভাববাদীগণের রক্তপাত করিয়াছিল, আর তুমি উহাদিগকে পানার্থে রক্ত দিয়াছ তাহারা

হে প্রভু ঈশ্বর, সর্বশক্তিমান, তোমার বিচারাজ্ঞা সকল সত্য ও ন্যায্য”।

বেশ কয়েক বছর আগে একটা বইয়ে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রথম শতাব্দীতে পাপের শাস্তির এক রূপক বর্ণনা পড়েছিলাম। লেখক সেখানে অগ্নি দগ্ধকারী এমন একটি হ্রদের বর্ণনা দিয়েছেন। একটি অগ্নি দগ্ধকারী হ্রদ, আর সেটির সামনে অনেক নারী, পুরুষ দাঁড়িয়ে। এর মধ্যে কয়েকজন হাটু পর্যন্ত, কয়েকজন মুখ পর্যন্ত ও কয়েকজন মাথার চুল পর্যন্ত ডুবেছিল। যারা গির্জা থেকে ফেরার পথে ঝগড়া করেছিল, তারা হাটু পর্যন্ত ডুবেছিল, যারা গির্জায় মিলিত হয়ে পরস্পর দোষারোপ করেছিল তারা মুখ পর্যন্ত ডুবেছিল, আর যারা গির্জায় উপদেশ শুনেও প্রতিবেশীদের ঠকিয়েছিল, অর্থ আত্মসাৎ করেছিল ও ব্যভিচার করেছিল, তারা মাথার চুল পর্যন্ত ডুবেছিল।

আজ আমরা যদি মনেকরি, আমাদের কামনা বাসনা, ভোগ বিলাস, তিক্ততা, ঘৃণা অহংকার, শত্রুতা ও ব্যভিচারের মতো পাপগুলো ত্যাগ করা কঠিন, তাহলে তার নিশ্চিত শাস্তি ও বিচার হবে ভয়াবহ।

যীশু তাঁর মৃত্যুর আগে যিরূশালেম নগর দেখে কেঁদেছিলেন, বলেছিলেন,“হা যিরূশালেম, যিরূশালেম, তুমি ভাববাদীগণকে পাথর মারিয়া থাক। কুক্কুটি যেমন আপন শাবকদিগকে পক্ষের নীচে একত্রিত করে, তদ্রূপ আমিও কতবার তোমার সন্তানদিগকে একত্র করিতে ইচ্ছা করিয়াছি কিন্তু তোমরা সম্মত হইলে না, দেখ তোমাদের গৃহ তোমাদের নিমিত্ত উৎসন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল” (মথি ২৩ঃ৩৭-৩৮)।

যীশুর এ কথাগুলো তখন মানুষের মনে একটুও দাগ কাটেনি। বিচার এসেছিল ৭০ খ্রীষ্টাব্দে। সে এক অসহ্য হৃদয় বিদারক ঘটনা। শত্রুদের আক্রমনে রাস্তাঘাট ডুবে গেল রক্তের বন্যায়। লক্ষ লক্ষ যিহূদী পাপীর লাশ শূন্যে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ লক্ষ ক্রুশ। ঐতিহাসিক যোষেফাস বর্ণনা করেছেন যে, যিরূশালেমের রাজপথ হয়ে উঠলো ক্রুশের আধার জঙ্গল। যিরূশালেম ধ্বংস হল-যিহূদীরা পালাতে

বিশ্বাসীদের জন্য আশা/প্রত্যাশা ঃ

পাপীদের অবস্থা আজ যাই ঘটুক, বিশ্বাসীদের জন্য ভয়ের কিছু নেই। প্রকাঃ ২:১১ পদে লেখা আছে- “যে জয় করে, অথবা তাঁর রক্তের শক্তিতে পাপের উপরে বিজয়ী হয়েছে, তার উপরে দ্বিতীয় মৃত্যুর কোন কর্তৃত্ব নাই। শেষ বিচারে তাদের কোন ভয় নেই”। প্রকা ঃ ১৪ঃ১৩ পদে লেখা আছে, “ধন্য সেই মৃতেরা যাহারা এখন অবধি প্রভুতে মরে, হ্যাঁ আত্মা কহিতেছেন, তাহারা আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইবে; কারণ তাহাদের কার্য সকল তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে”।

যোহন ৫ঃ ২৪ পদে যীশু বলেছেন,“ সত্য সত্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন তাঁহাকে বিশ্বাস করে সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে। এবং বিচারে আনীত হয়না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে”।

যোহন ১১ঃ ২৫-২৬ পদে যীশু বলেছেন,“আমিই পুনরুত্থান ও জীবন, যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে, আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে সে কখনও মরিবে না”।

খ্রীষ্টেতে প্রিয় বিশ্বাসী ভাইবোনেরা, আমরা ঈশ্বরের বাক্যের প্রতীজ্ঞা অনুসারে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি যে, মৃত্যু ও শেষ বিচার আমাদের জন্য ভয়ের কিছু নয়। বিশ্বাসী হিসাবে আমরা অনন্তজীবন প্রাপ্ত হয়েছি এবং আমাদের নাম জীবন পুস্তকে লেখা আছে। আর অঅমাদের জন্য নির্ধারিত বাসস্থান হল স্বর্গ, নূতন যিরূশালেম।

জীবন্ত খাদ্যের লালসা

॥ রেভাঃ অসীম বাড়ৈ ॥

মূলভাব: (ঈগল পক্ষীর ন্যায় তোমার নতুন যৌবন হয় - গীত ১০৩:৫ পদ)

ভূমিকা:

পবিত্র বাইবেলে অনেক ছোট ছোট পশু-পাখির নাম এবং তাদের জীবন ধারার প্রসংগ উল্লেখিত রয়েছে, যা থেকে অতি উত্তম সৃষ্ট মানব যে আমরা, আমাদের জীবনে অনেক গভীর শিক্ষা গ্রহণের জন্য উপদেশ দেয়া হয়েছে। যেমনঃ হিতোপদেশ ৩০ অধ্যায়ের ২৫ থেকে ২৮ পদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র দু'টি সরিসৃপ ও দু'টি কীট পতঙ্গের কথা উল্লেখিত রয়েছে। ২৪ পদে বলা হয়েছে যে, "পৃথিবীতে এই চারিটি অতি ক্ষুদ্র, তথাপি তাহারা বড় বুদ্ধি ধরে"। আমাদের জীবনের অলসতা আর দারিদ্রতা নিরসনকল্পে পিপীলিকার জীবনের কার্যধারা থেকে সময়োপযোগী পরিশ্রমের মাধ্যমে খাদ্যের মজুদ আর খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের উপদেশ দেয়া হয়েছে। অনুরূপভাবে, শাফন শক্তিমান জন্তু না হলেও শৈলে বাস করে। অথচ মানুষ কত শক্তিমান, অতি উত্তম সৃষ্টি আর ঈশ্বর তার শৈল তথাপি তার বাস পাতালের গহ্বরে, পঙ্কময় ভূমিতে।

কত রাজা, শাসনকর্তার পর্যায়ক্রমিক নেতৃত্ব আছে তার রাজ্যে কিন্তু পঙ্গপালের ন্যায় শৃংখলাবদ্ধ নয় তাদের যাপিত জীবনধারা। টিকটিকির নিজস্ব আলো নেই, বাড়ী নেই তথাপি রাজ অট্টালিকায় বাস করে, ধৈর্যসহ আলোর কাছে খাদ্যের জন্য অপেক্ষা করে। আর জগতের জন্য দীপ্তিসরূপ যে মানুষের হবার কথা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষানুসারে সেই মানবজাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করে, মহা আলোক দেখতে পায় না। কিন্তু আজকের সমাজের জোড় দাবি আলোকিত মানুষ চাই, আলোকিত সমাজ চাই, আলোকিত মণ্ডলী চাই।

আজকের এই যথার্থ দাবী পূরণের লক্ষ্যে, যিনি জগতের জ্যোতি তাঁর সংস্পর্শে থেকে জীবনটাকে জীবন্ত রাখার জন্য ৫টি উপদেশ বা নীতি শিক্ষা ঈগল পাখির জীবনধারা থেকে গ্রহণ করা খুবই জরুরী। কারণ মানুষের জীবনধারার সংগে ঈগল পাখির জীবনধারার বেশকিছু মিল রয়েছে। ঈগল পাখি ৭০বৎসর বেঁচে থাকে এবং মানুষের আয়ুর পরিমান ৭০বৎসর, বলযুক্ত হলে ৮০বৎসর হতে পারে। তাই খ্রীষ্টের ক্রুশীয় মৃত্যু আর পুনরুত্থান পর্বকে সামনে রেখে আমাদের আত্মিক জীবনের জন্য যে জীবন্ত খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, সেই আকাংখা পুরণের জন্য 'জীবন্ত খাদ্যের লালসা' এই শিরোনামে শাস্ত্র ও ঈগল পক্ষীর জীবন ধারা থেকে ৫টি নীতি শিক্ষার উল্লেখ করতে চাই।

প্রথম নীতি শিক্ষা:

ঈগল পক্ষীর সহজাত স্বভাব হল, 'জীবন্ত খাদ্যের লালসা' ও তার অন্বেষণ করা এবং জীবন্ত প্রাণীকে খাদ্য হিসাবে শিকার করা। মৃত কোন প্রাণীকে কখনোই খাবার হিসেবে বেছে নেয় না। জীবন্ত খাদ্যের প্রতিই তার সর্বদা একাগ্র লালসা। অতি উত্তম মানব জাতির উদ্দেশ্যে যীশুর একটি তীর্যক প্রশ্ন, নশ্বর ভক্ষের নিমিত্ত কেন শ্রম করিতেছ? খুবই আশ্চর্যের বিষয় হলো, কিছু সংখ্যক মানুষ তার অতিরিক্ত গ্রাসকৃত নশ্বর ভক্ষ্য হজমের জন্য প্রতিদিন দশ কিলোমিটার হাঁটে, আবার অধিকাংশ ক্ষুধার্ত মানুষ জীবনধারার জন্য নূন্যতম খাদ্য সংগ্রহের প্রচেষ্টায় প্রতিদিন দশ কিলোমিটার হেঁটে বেড়ায়। এই যে নশ্বর ভক্ষের নিমিত্ত মানুষের বিপরীতধর্মী প্রাণান্তকর প্রতিদিনের প্রচেষ্টা আর সাধনা, যা শুধুমাত্রই দৈহিক বা জাগতিক জীবনযাপনের লক্ষ্যে। এটাই কি প্রকৃতপক্ষে জীবনে বেঁচে থাকার অনন্তকালীন উপায়? নশ্বর ভক্ষ্যের পরিবর্তে অনন্তজীবনের জন্য সেই জীবন্ত খাদ্যই বা কি? কোথায় পাওয়া যাবে সেই জীবন্ত খাদ্য? একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই বলেছেন, "আমিই সেই জীবন খাদ্য" (যোহন ৬:৩৫)। অনন্ত জীবনের জন্য অতিউত্তম সৃষ্ট সকল মানবের একান্ত লক্ষ্য আর লালসা হোক সেই জীবন্ত খাদ্য গ্রহণের প্রত্যাশা করা। যে খাদ্য জীবন্ত এবং অনন্তকালীন জীবন দান করে, সেই জীবনের আঁধার যে খ্রীষ্ট যীশু তাঁকে জানা ও গ্রহণ করা সকলের খুবই জরুরী।

দ্বিতীয় নীতি শিক্ষা:

ঈগল পক্ষীর দৃষ্টিশক্তি এতটাই তীক্ষ্ণ যে আকাশে উড়ার সময় অন্ততঃ পাঁচ কিলোমিটার পর্যন্ত সবকিছুই একদম স্পষ্ট দেখতে পায়। কিন্তু সবকিছুকে ছাপিয়ে সে দৃষ্টি রাখে শুধুই শিকারের দিকে। বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা সবকিছুই অতিদ্রুত দেখতে বা খুঁজে পেতে পারি। কালো তারের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বব্যাপী, ভাল কি মন্দ সবকিছুই প্রত্যক্ষ করা যায়। বেশিরভাগ যুবসম্প্রদায় হয়তো সারা রাত জেগে সমগ্র জগৎ সংসারের ঐ সকল বিষয়গুলোকেই খুঁজে ফিরছে। কিন্তু এতোকিছু খুঁজে ফেরার মধ্যে আমাদের লক্ষ্যকে ঠিক রাখা কত জরুরী। ইব্রীয় ১২ঃ২ পদে বলা হয়েছে, "বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতি দৃষ্টি রাখুন"। পাপ পূর্ণ জগতের মধ্যে, পরীক্ষা-প্রলোভন, নানা প্রকার মন্দতা, কামনা-বাসনা ইত্যাদি সকলের উর্দ্ধে সংক্ষিপ্ত মানব জীবনে বিশ্বাসের ধাবন ক্ষেত্রে দৌড়াতে দৌড়াতে আমাদের সেই আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা যীশুর প্রতিই যেন লক্ষ্য স্থির থাকে, ঈগল পক্ষীর ন্যায়। সকল বিষয়ে জানা ও জ্ঞান রাখা উচিৎ, তবে লক্ষ্যটা যেন অটল থাকে সে বিষয়ে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

চতুর্থ নীতি শিক্ষা:

ঈগল পক্ষীর সবচেয়ে মজার আর এক্সাইটিং নীতি হলো ঝড় আসলে ঈগল পক্ষী তা এড়িয়ে যায় না বরং ঝড়ের গতিবেগকেই কাজে লাগিয়ে আরো উঁচুতে যায়। জীবনের প্রতিটি চ্যালেঞ্জকে একটা সুযোগ হিসেবে দেখা উচিৎ। ঝড়-ঝঞ্জা, বিপদ, পরীক্ষা আসবেই। সেটাকে এড়িয়ে না গিয়ে মোকাবেলা করতে হবে। চ্যালেঞ্জটার কাঁধে ভর দিয়ে যেতে হবে বহুদূর। ভাববাদী হবক্‌কূকের সময়কালে তার চারপাশের অন্যায্যতা, অধার্মিকতা, দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, পাপাচার ইত্যাদি দেখে তিনি ঈশ্বরের কাছে তার ভারবাণী প্রকাশ করেছিলেন, প্রশ্ন করেছিলেন। চারপাশের এত অন্যায্যতা-অধার্মিকতা তার পাশে থেকেও তিনি দৃঢ়তার সংগে বলেছিলেন, "আমি আপন-প্রহরী কার্য্যের স্থানে দাঁড়াইব, দুর্গের উপর অবস্থিতি করিব" (হবক্‌কূক ২:১ পদ)। সংকটের সময় আমাদের হৃদয়-মনের অন্তর্নিহিত শুভ শক্তিকে (এঁওযব চড়বিৎ ্ ড়হি ঁংনপড়হংপরড়ঁং) কাজে লাগিয়ে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়, দমে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। সম্প্রতি করোনা ভাইরাসে আতংকগ্রস্থ সমস্ত বিশ্ববাসী ৺ওঞ্জং ধ ঢ়বৎভবপঃ ঃরসব ঃড় ৎবহবি ড়ঁৎ ধহপযড়ৎ ড়ভ যড়ঢ়ব রিঃয হবাবৎ ভধরষ.চ যীশু বলেছেন, যদি তাঁর উপর আমরা বিশ্বাস রাখি, তিনি কোনক্রমে আমাদিগকে ছাড়বেন না, ত্যাগও করবেন না, যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন আমাদের সংগে সংগে থাকবেন। ধন্য! তাঁর নাম।

পঞ্চম নীতি শিক্ষা:

চল্লিশ বছরের পরে ঈগল পক্ষী কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। তার ধারালো ঠোঁট, থাবা এবং ভাল সবকিছুই ক্রমশ কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলতে থাকে। এ সময়ে এক ধরনের ঈগল নিজের অহমিকাকে বিসর্জন দিয়ে আত্মহত্যা অথবা শকুনের ন্যায় মৃত প্রাণীর মাংস খায়। কিন্তু অন্য আর এক ধরনের ঈগল ব্যস্ত থাকে নিজেকে পুন: প্রতিষ্ঠিত করার কাজে। নিজের ঠোঁট, থাবা আর ডানা সবকিছু পাথরের উপরে আঘাত করতে করতে রক্ত ঝরায়, আর অপেক্ষা করতে থাকে নূতন প্রত্যঙ্গের জন্য। তবে, হতাশ হয় না বরং শুধু ভাল সময়ের জন্য অপেক্ষা করে মাথা ঠান্ডা রেখে। খুব সহজ নয়, পুরানো পাপের জঞ্জালটাকে ঝেড়ে ফেলা। তবুও পিতর তাঁর বিগত জীবনের পাপ আর অযোগ্যতার জন্য দুঃখিত এবং লজ্জিত হলেন, খ্রীষ্টের চরণে নিজেকে সপে দিয়ে তাঁর অনুপম ভালবাসায় পূর্ণ হলেন, নূতন শক্তি পরিহিত মানুষ হলেন। খ্রীষ্টের এই ক্রুশোরোপন ও মৃত্যু পর্বে আমরা কি সমর্থ হব নিজ নিজ পুরাতন পাপের জঞ্জালকে ঝেড়ে ফেলতে নুতন একটি মানুষ হবার লক্ষ্যে?

আমার মা একজন প্রার্থনাসেবী ও ধার্মিক মহিলা ছিলেন। জীবনের সমূহ দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন ইত্যাদির মাঝে প্রার্থনায় অবিচল ছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে রোগ শয্যায় প্রায়শঃ প্রার্থনায় উচ্চারণ করতেন "প্রভু, আমি এমন কি অপরাধ করেছি যে, তুমি আমাকে শয্যাশায়ী করে রেখেছ?" বৃদ্ধ বয়সে আর শারীরীক দুর্বলতার সময় এমন অভিব্যক্তি শয়তানের জন্য একটা বড় সুযোগ খ্রীষ্টের উপর আমাদের বিশ্বাসের দৃঢ়তাকে দুর্বল করে দেবার লক্ষ্যে।
অনন্তকালীন জীবন্ত প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদের অবিচল বিশ্বাসে খ্রীষ্টে জীবন-যাপন করা একান্ত কর্তব্য। "তুমি মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাক, তাহাতে আমি তোমাকে জীবন মুকুট দিব।" (প্রকাশিত বাক্য ২:১০ পদ)।

উপসংহার:

মানুষ সৃষ্টির অতি উত্তম আর সেরা জীব হলেও প্রকৃতির অন্যান্য সৃষ্টি থেকে জীবনের জন্য মূল্যবান শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। জগতের সবকিছুই মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্ট। প্রত্যক্ষভাবে সবকিছুই আমাদের উপকারে না আসলেও পরোক্ষভাবে অনেক সৃষ্টিই তাদের নীতি বা আদর্শ দিয়ে আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।

তাই, সব সৃষ্টিকে রক্ষা-করা, প্রতিপালন করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য। ছোট বলে কোন কিছুকে তুচ্ছ করতে নেই। বড় যদি হতে চাই, তবে ছোট হতে হবে। খ্রীষ্ট প্রভু, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হলেন, নিজেকে আমাদের পাপের প্রায়চিত্ত সাধনের জন্য নিজেকে কালভেরী ক্রুশে সমর্পন করলেন, যেন পিতার মহিমায় মহিমান্বিত হতে পারেন।

আসুন, খ্রীষ্টের এই মহা আত্মত্যাগ পর্বে, নিজেকে তাঁর ক্রুশতলে সমর্পন করি। যেন, তাঁর পুনরুত্থানের পরাক্রম শক্তি দ্বারা আমাদের সকলেরই ঈগল পক্ষীর ন্যায় নূতন যৌবন হয় সেই পারমার্থিক জীবন্ত ভক্ষ্য গ্রহণের মাধ্যমে। আমেন।।